02 SEP 2016
তারিখ ... 02 AUG 2016
পৃষ্ঠা ...

সংবাদ

জিহাদি ও নকল পাঠ্য বইয়ের রমরমা বাণিজ্যে শিবির কর্মীর

প্রতিনিধি, শরণখোলা (বাগেরহাট)

বাগেরহাটের শরণখোলায় এক শিবির কর্মীর বিরুদ্ধে নকল পাঠ্য বইয়ের রমরমা ব্যাবসার অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি জাতীয় পাঠ্য পুস্তক রচিত শিক্ষাক্রমের বেশ কিছু নকল বই দেদার বিক্রির প্রক্কালে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক সমিতির শরণখোলা শাখা কমিটির নেতাদের হাতে ধরা পড়ে। এবং কয়েক হাজার টাকা জরিমানাসহ মুচলেকা দেন ওই শিবির কর্মী। কিন্তু তার নকল বই বিক্রির ব্যবসা কিছুতেই ঠেকানো যাচ্ছে না। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, উপজেলার রায়েন্দা এলাকার বাসিন্দা ইসমাইল খানের পুত্র মেসার্স নুর লাইব্রেরির মালিক শিবির কর্মী রিয়াজ উদ্দিন ২০১৩ সাল থেকে নকল বইয়ের ব্যবসা শুরু করেন। তার মালিকানাধীন লাইব্রেরি ছাড়াও উপজেলার বিভিন্ন হাট বাজার এবং পার্শ্ববর্তী উপজেলা মোড়েলগঞ্জসহ দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার লাইব্রেরিগুলোতে ৫০ ভাগ কমিশনে জাতীয় পাঠ্য পুস্তক রচিত শিক্ষাক্রমের বাংলা সাহিত্য পাঠ, বাংলাসহ পাঠ, ইংলিশ ফর টুডে, অ্যাডভ্যান্স, লেকচার ও হাসান বুক হাউস পাবলিকেশনসহ সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন পাবলিকেশনের নকল বই বাজারজাত অব্যাহত রেখেছেন। ইতিপূর্বে ওই শিবির কর্মী একাধিক বার নকল বই বিক্রির সময় হাতে না হাতে ধরা পড়ে হাজার হাজার টাকা জরিমানাসহ অঙ্গীকার নামায় স্বাক্ষর করলেও বহাল তবিয়াতে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ রহস্যজনক কারণে তার বিরুদ্ধে কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না বলে সাধারণ বই বিক্রেতাদের অভিযোগ।

বাংলাদেশ পাঠ্য পুস্তক সমিতির শরণখোলা শাখার সভাপতি প্রভাষক আকন আলমগীর বলেন, নুর লাইব্রেরীর লাইসেন্স যাতে বাতিল হয় সেজন্য তিনি সমিতির জেলা সভাপতি,সম্পাদক কে লিখিত ভাবে অবহিত করেছেন। এছাড়া অভিযোগ রয়েছে গত ২৮ আগস্ট ওই লাইব্রেরি থেকে বানিয়াখালী এলাকার শিক্ষার্থী মেহেদী হাসান ১ হাজার ৯৫০ টাকার বই ক্রয় করলে রিয়াজ কৌশলে অর্ধেকের বেশি নকল বই ধরিয়ে দেয়। পরবর্তীতে বিষয়টি ওই শিক্ষার্থীর মা হোসনেয়ারা বেগম সমিতির কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। ওই ঘটনার পর থেকে শিবির কর্মী রিয়াজ গা ঢাকা দিয়েছে। এছাড়া তার সরবারহকৃত নকল বইয়ের একটি বড় চালান ২৯ আগস্ট মোড়েলগঞ্জ এলাকায় ধরা পড়ে। নাম প্রকাশ না করা শর্তে এক লাইব্রেরির মালিক বলেন, নকল বই বিক্রির পাশাপাশি রিয়াজের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ ঘোষিত অনেক জেহাদী বই বিক্রিরও অভিযোগ রয়েছে। পাশাপাশি তার লাইব্রেরীতে বিভিন্ন সময় উপজেলা জামাতের গোপন বৈঠক হয়। বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়েও রিয়াজ বহাল তবিয়াতে নকল বইয়ের রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা (অন্যান্য লাইব্রেরির মালিকরা) ১০/১৫ ভাগ কমিশনে আসল বই বিক্রি করলেও ওই শিবির কর্মী ৫০/৬০ ভাগ কমিশনে নিম্ন মানের নকল বই বিক্রি করে বইয়ের ব্যবসা ধ্বংশের দার প্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের চরম ভাবে ঠকাচ্ছে। এ ছাড়াও সম্প্রতি রিয়াজ তার লাইব্রেরীর একটি কক্ষে এক কলেজ ছাত্রীকে নিয়ে আপত্তিকর অবস্থায় ধরা পড়ে। কিন্তু রহস্যজনক কারনে ওই প্রতারকের বিরুদ্ধে প্রশাসন কিংবা সমিতির নেতারা কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। বাংলাদেশ পাঠ্য পুস্তক ও প্রকাশক সমিতির বাগেরহাট জেলার সাধারণ সম্পাদক ইমরুল কায়েস মুঠোফোনে জানান, নুর লাইব্রেরি মালিক রিয়াজের ব্যবসায়িক লাইসেন্স বাতিলের জন্য শীঘ্রই উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। তবে অভিযুক্ত শিবির কর্মী রিয়াজ দাবি করেন তিনি পূর্বে কিছু নকল বই বিক্রি করলেও বর্তমানে তা সম্পূর্ণ বন্ধ রেখেছেন। একটি মহল তার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে।